সর্পদংশনের অ আ ক খ

ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার

আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসা হয়। একেবারে গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সব সরকারি হাসপাতালে, সকলের জন্যই বিনামূল্যে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবুও প্রতিবছর কয়েক হাজার মানুষ সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছেন। এর কারন কি?

সাপেকামড়ে মৃত্যুর প্রধান কারনই হল সময় মত চিকিৎসা না করা। কেন দেরী হয়? সাপ কামড়ানোর পর প্রথম ১০০ মিনিট সময় অত্যন্ত গুরুত্তপুর্ণ। এই সময়ের মধ্যে সাপের বিষের ঔষধ এ ভি এস (অ্যান্টি স্নেক ভেনাম সিরাম (চিত্র নং-০১।) ১০০ মিলি লিটার (অর্থাৎ ১০ টি) রোগীর শরীরে দিতে পারলে, যে কোন বিষধর সাপের কামড়ের রোগীই বিপদমুক্ত হয়।

বাস্তবে দেখাযায় বেশীরভাগ রোগীই এই ১০০ মিনিটের মধ্যে চিকিৎসাকেন্দ্রে এসে পৌছয় না। এমন কি ৭-৮ ঘন্টা পরেও রোগী আসছেন। এই দেরীর একটি কারন বাড়ীর থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব। সাপ কামড়ের দূর্ঘটনা গ্রামাঞ্চলেই ঘটে সাধারনত। রাত্রে, বিশেষত বর্ষাকালে, গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তার থেকেও বড় কারণ অজ্ঞতা।

প্রায়শই দেখা যায় সাপে কামড়ানোর পর আক্রান্ত ব্যক্তি বা বাড়ীর লোক ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করেন।এই উপেক্ষা করার মূল কারন অজ্ঞতা। আমাদের অনেক পুরাতন ধারনা হল; সাপ কামড়ালে ভয়ংকর ব্যথাযন্ত্রনা হবে, কামড়ের দাগ থাকবে, রোগী ঝিমিয়ে পড়বে। এরকম কিন্তু সব সময় হয় না।একমাত্র ফনাযুক্ত গোখরো আর কেউটে সাপের কামড়ে এরকম। লক্ষণ দেখা যায়। (চিত্র নং-০২।)

অন্য আর দুই রকম বিষধর সাপ আছে আমাদের রাজ্যে। কালাচ আর চন্দ্রবোড়া। এই দুরকম সাপে কামড়ালে, প্রথম দিকে প্রায় কোন উপসর্গ থাকে না।বহুযুগ থেকে আমাদের ধারনা বিষধর সাপে কামড়ালে দুটি কামড়ের দাগ থাকবে, এটা ঠিক নয়। কামড়ের দাগ দুটি, একটি, আঁচড়ের মত, এরকম যা কিছুই হতে পারে।বাস্তবে দেখা যায়, কালাচ সাপের কামড়ে কোন দাগই দেখা যায় না।

এই সমস্ত বিভ্রান্তির থেকে বাঁচতে হলে আমাদের রাজ্যের প্রধান চার রকমের বিষধর সাপ সম্বন্ধে একটু জেনে রাখা দরকার। (সাপের চিত্রগুলি দেখুন) ফণাযুক্ত গোখরো আর কেউটে একই রকম সাপ। ওদের কামড়ে একই রকম উপসর্গ দেখা যায়।সাধারনত দুটি কামড়ের দাগ দেখাযায়। কামড়ের সাথে সাথে প্রচন্ড জ্বালা পোড়ার মত ব্যথা হয়। জায়গাটি ক্রমশই ফুলতে থাকে (চিত্র নং- ০২।।)। অন্ধকারে কিসে কমড় দিল দেখাই যায় না অধিকাংশ সময়ই। কিন্তু ঐ ব্যথা আর ক্রমবর্ধমান ফোলা দেখেই বোঝাযায় ফণাযুক্ত বিষধর সাপে কামড়েছে। এছাড়া এই দু রকম সাপে কামড়ালে রোগীর কথা জড়িয়ে আসে। ক্রমশ রোগী ঝিমিয়ে আসে। চিকিৎসায় দেরী হলে রোগীর শ্বাসকার্য্য বন্ধ হয়ে যায়। এদের কামড়ে রোগীর স্নায়ুতন্ত্র অকেজো হয়ে যায়, এজন্য এদের বিষকে নার্ভবিষ বলা হয়।

রহস্যময় কালাচ সাপের বিষও নার্ভবিষ। কিন্তু ফণাহীন এই সাপের কামড়ে , কামড়ের জায়গায় কোন রকম ব্যথা বা ফোলা হয় না। ৯৯% ক্ষেত্রে কোন কামড়ের দাগ থাকে না। এই সাপটি প্রায় সময়ই গভীর রাত্রে বিছানায় উঠে ঘুমন্ত মানুষকে কামড়ায়। এজন্য খোলা বিছানায়, মেঝেতে ঘুমানো বিপজ্জনক। কালাচ কামড়ের রোগী প্রায়শই সকালবেলা পেটের যন্ত্রনা বলে। এছাড়া গলা ব্যথা, কোমড়ে বা গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা নিয়েও অনেকে আসে।ছোট বাচ্চা শুধু শ্বাসকষ্ট নিয়েও আসতে পারে। পেটব্যথা, গলাব্যথা, গাঁঠেব্যথার তো অনেক কারন আছে; তাহলে সাপে কামড়েছে কি করে বোঝা যায়? সাপের কামড়ের নির্দিষ্ট কিছু রোগ লক্ষণ দেখেই ডাক্তারবাবুরা বুঝতে পারেন। কালাচ বা গোখরো জাতীয় সাপের নার্ভবিষের সুনিশ্চিত প্রমান হল শিবনেত্র বা টোশিষ (চিত্র নং-৩) । রোগী সাপ দেখুক বা না দেখুক, কামড়ের দাগ থাক বা না থাক, শিবনেত্র, অর্থাৎ হঠাৎ দুই চোখের পাতা পড়ে আসছে দেখেই নিশ্চিত বোঝা যায় রোগীর শরীরে নার্ভবিষ ঢুকেছে।

এখানেই দু একটি জরুরী কথা বলা দরকার। কালাচ সাপ কামড়ের ঘটনাগুলি যেহেতু সাধারনত বিছানায় ঘুমের মধ্যে ঘটে; কামড়ের দাগ ও দেখা যায় না, তাই অনেক সময়ই বাড়ির লোককে বোঝানো যায় না যে এটা সাপের কামড়। এতে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। (এই রকম একটি ঘটনার বিবরণ ***চিত্র নং ১৪ তে*** দেখুন)।

চন্দ্রবোড়া একটি ফণাহীণ ভয়ংকর বিষধর সাপ। এদের বিষ একটু অন্য রকম। এদের কামড়ে একটু ব্যথা হলেও, প্রথমেই গোখরোর কামড়ের মত প্রচন্ড ব্যথা হয়না। জায়গাটি একটু দেরীকরে, আস্তে আস্তে ফোলে। প্রায়শই রোগী ভাবে, কাঁটা ফুটেছে বা কোন পোকা কামড়েছে। কিন্তু ৪৫ মিনিট থেকে এক ঘন্টা পর থেকেই , কখনও তারও আগেই শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত বেরতে শুরু করে। যেমন, কামড়ের জায়গা, দাঁতের গোড়া, নাক থেকে, থুতুর সাথে (রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোলের জন্য) পরের দিকে রক্ত প্রস্রাব ও শুরু হয়।

রক্ত প্রস্রাব একটি মারাত্বক লক্ষণ। বিষের প্রতিক্রিয়ায় রোগীর কিডনি নষ্ট হতে শুরু হলেই মূত্রে রক্ত আসা শুরু হয়। দ্রুত রোগীকে এ ভি এস দিতে পারলেই কিডনি বাঁচানো সম্ভব। চিকিৎসায় দেরী হলে কিডনি নষ্ট হয়ে প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হতে পারে।এসব ক্ষেত্রে ৫-৬ দিন ডায়ালিসিস লাগে। হাত বা পা ফুলে থাকে কিছুদিন।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সাপ কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কিছু হয় না। কিছু একটা কামড়েছে সন্দেহ হলেই দ্রুত নিকটের স্বাস্থকেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। শহরের বড় হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা না করাই ভাল; তাতে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

বাঁধন বা টুর্নিকেট দিয়ে কোন লাভ হয় না। যুগ যুগ ধরে চলে আসা, "বাঁধন দেওয়ার" কোন দরকার নেই। বাঁধনে বিষ আটকায় না। এতেও হিতে বিপরীত হয়েছে অনেক সময়।বিশেষকরে চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের পর বাঁধন দিয়ে হাত – পায়ে পচন ধরে যেতে পারে (চিত্র নং.....০৪.....।) অনেকে , হাত বা পায়ে হাড় ভাঙ্গলে যে ভাবে নড়াচড়া বন্ধ করে বাঁধা হয় (Immobilization) ,সেভাবে বাঁধতে বলেন। বাস্তবে , মাঠেঘাটে সবসময় সেরকম অভিজ্ঞ লোক পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই , এই পদ্ধতিতে বাঁধার চেষ্টাও না করাই ভালো।

মনোবল বাড়ান : যে কোন লোককে সাপে কামড়ালেই , স্বাভাবিক ভাবেই সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই আতঙ্ক বা উদ্বেগ নানান রকম বিপদ বাড়ায়। এমনকি সাধারণ একটি নির্বিষ সাপের কামড়ের পর আতঙ্কে রুগীর হার্টের অসুখ থাকলে বেড়ে যাবে। আতঙ্ক বা উদ্বেগ আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয় ; এতে সাপের বিষ শরীরে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। এজন্যই সাপের কামড়ের ব্যক্তির কাছে যারা থাকবেন , তাঁদের কাজ হবে রুগীর মনোবল বাড়ান। রুগীকে বোঝান যে ৭০-৮০ শতাংশ সাপের কামড়ই নির্বিষ সাপের কামড়। এমনকি বিষধর সাপে কামড়ালেও ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে বিষ মানুষের শরীরে ঢোকে না। (চিত্র নং.....০৫.....) সব থেকে বড় কথা হল , হাসপাতালে সাপের কামড়ের ভালো চিকিৎসা আছে।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলুন

কিছু একটা কামড়ালেই অকারন আতঙ্কিত না হয়ে বাড়ীর কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাড়াতাড়ি পৌছতে হবে। সব সময় মাথায় রাখতে হবে, প্রথম ১০০ মিনিট দারুন মূল্যবান। রোগী নিজে দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না, তাতে বিষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। সাপ মেরে বা ধরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোন দরকার নেই। এজন্যই সাপটিকে খোঁজার বা মেরে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন সময় নষ্ট করার দরকার নেই। সাপ দেখে চিকিৎসা হয় না ; আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ লক্ষণ দেখেই চিকিৎসা করা হয়।

দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার জন্য মোটরসাইকেল হল আদর্শ পরিবহন। (চিত্র নং.....০৬.....) । গ্রামে গঞ্জে চার চাকার আম্বুলেন্স এর থেকে মোটরসাইকেল পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। গ্রামের সরু রাস্তায় চার চাকার আম্বুলেন্স এর থেকে মোটরসাইকেল অনেক স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। মাঝে খেয়া পেরোতে হলেও মোটরসাইকেল সহজেই পেরে করা যায়। আক্রান্ত ব্যক্তিকে মাঝে বসিয়ে , একজন পিছন থেকে তাকে ধরে বসবেন।

সাপে কামড়ের পর প্রথম দিকে রুগী একেবারে সুস্থ থাকলেও নিজে সাইকেল বা মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। সাইকেল চালালে শরীরে রক্ত চলাচল বেড়ে যায় , তাতে বিষ তারাতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে। বিশেষ করে ফণাযুক্ত সাপে কামড়ালে , কিছু সমর পর থেকেই শরীর দুর্বল হয়ে আসবে ; সেক্ষেত্রে রুগী নিজে চালালে দুর্ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভাবনা।

রুগীর পিছনে যিনি বসবেন তাঁর আরও কিছু জরুরী কাজ আছে। উনি রুগীর সাথে কথা বলতে বলতে যাবেন। উনি সবসময় রুগীর মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করে চলবেন। এছাড়া , হাসপাতালে পৌছনোর আগে পর্যন্ত , রুগী কখন কি কি অসুবিধা বলেছেন , সেটা ডাক্তারবাবুকে জানানোটা চিকিৎসার জন্য জরুরী। অনেক সময়ই, রুগী হাসপাতালে পৌছনোর আগেই কথা বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক কত সময় আগে পর্যন্ত কথা বলতে পেরেছেন, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বহু যুগের কিছু ভ্রান্ত ধারনা আমরা ভুলতে পারছি না। সাপে কামড়ালে এখনও বহু লোকে ওঝার বাড়ী যাচ্ছেন। বিষধর সাপে কামড়ালে শরীরে যে বিষ ঢোকে, কোন মন্ত্রতন্ত্র বা গাছ গাছড়ায় ঐ বিষ নষ্ট হয়না। যত দ্রুত সম্ভব এ ভি এস দিয়েই চিকিৎসা সম্ভব। ওঝার বাড়ী ঘুরে আসার জন্য যেটুকু সময় নষ্ট হয় , সেটাও অনেক সময় মারাত্মক হতে পারে।

কয়েকটি প্রচলিত ভুল পদক্ষেপ

১) গত কয়েক বছরে আমদের রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এ জন্যই ছোট খাট সামান্য দরকারেই , আমাদের শহরে আসার প্রবনতা বেড়েছে। অন্য যে কোন রোগের ক্ষেত্রে, শহরের বড় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা ভালো থাকতে পারে। কিন্তু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসাই সব সময় ভালো। কারন, সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে প্রতিটা মিনিট গুরুত্বপূর্ণ। শহরের বড় হাসপাতালে যেতে যদি পনের মিনিট বেশী লাগে, সেটাই প্রাণঘাতী হতেপারে। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যাপারটি সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের ধারনা পরিস্কার নয়। প্রথম কথা হল, ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তার থাকতে হবে। ওখানে রুগী ভর্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোন প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যেখানে ঐ দুটি ব্যাপারে নিশ্চয়তা আছে, সাপের কামড়ের চিকিৎসা সেখানে হবেই। অবশ্য যদি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা বর্ধমানের মত গ্রামীণ মেডিক্যাল কলেজের দু চার কিমির মধ্যে সাপে কামড়ায়, সেক্ষেত্রে ঐসব হাসপাতালেই তাড়াতাড়ি পৌছন সম্ভব।

২) বাঁধন দেওয়া , সাপ মেরে বা ধরে হাসপাতালে আনা , ওঝার বাড়ী সময় নষ্ট করা এ সব বহুল প্রচলিত ভ্রান্ত ধারনা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

৩) কামড়ের জায়গা বা তার আশে পাশে কেটে চিরে বিষ বের করার চেষ্টা মারাত্মক ভুল। এতে বিষতো বেরবেই না , উল্টে চন্দ্রবোড়া জাতীয় সাপের কামড়ে প্রাণঘাতী রক্তপাত হতে পারে।

৪) কামড়ের জায়গা ধোওয়া বা বরফ ইত্যাদি লাগেবেন না। কুকুর বেড়াল কামড়ালে সাবান দিয়ে ধুতে বলা হয় ; সেই থেকে মনে করা হয় , যে কোন কামড়েই ধুয়ে দিতে হয়। সাপের বিষ ইঞ্জেকসন দেওয়ার মত অনেকটা ভেতরে ঢুকে যায়। ধুয়ে লাভ তো হয়ই না ; উল্টে বিষ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে।

৫) কোন ছোপ বা কেমিক্যাল কামড়ের জায়গায় লাগাবেন না।

৬) রুগীকে কোন রকম অনুপান বা টোটকা ওষুধ খাওয়াবেন না।

পশ্চিমবাংলার বিপজ্জনক সাপ কি কি ?

পশ্চিমবাংলায় মাত্র সাত -আট রকমের বিষধর সাপ আছে ; তার মধ্যে মাত্র চার রকমের সাপই ৯৯ শতাংশ বিপদগুলি ঘটাচ্ছে। ১) চন্দ্রবোড়া ২) কেউটে , ৩) গোখরো আর ৪) কালাচ , এই চার প্রজাতীর সাপই প্রায় সমান সমান আছে আমাদের রাজ্যে।

এছাড়া সমুদ্রের সাপ , শাখামুটি, শঙ্খচুড় , কৃষ্ণ কালাচ ও সিন্ধু কালাচ এই পাঁচ রকমের বিষধর সাপ এ রাজ্যে থাকলেও বছরে দু একটির বেশী কামড়ের ঘটনা ঘটেনা।

সাপের কামড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে বা চিকিৎসার জন্যও সাপ চেনাটা খুব জরুরী নয়। তবে সাপগুলি সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক ধারনা থাকলে , হাসপাতালের চিকিৎসা বুঝতে সুবিধা হয়।

এবার আমাদের বাড়ীর আশেপাশে যে বিপজ্জনক চারটি সাপ প্রায়শই দেখা যায় , তাদের নিয়ে কয়েকটি কথা।

চন্দ্রবোড়া সাপটি একটি ফনাহীন সাপ। (চিত্র নং.....০৭.....।) একটু বাদামিঘেঁষা হলদেটে রঙের সাপ। গায়ে চাকা চাকা দাগ থাকে। বাড়ীর আশেপাশে ঝোপঝাড়, ফসলের মাঠে , যে কোন জায়গায়ই থাকতে পারে। ব্যাঙ ইঁদুর প্রভৃতি খাদ্যের খোঁজে ঘরের ভিতরেও চলে আসে। যে কোন সাপের মতই, আঘাত পেলে মানুষের শরীরে কামড় দেয়। এদের বিষ দাঁত বেশ লম্বা। অনেক পরিমাণ বিষ, সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে মানুষের শরীরের গভীরে ঢুকিয়ে দেয়। কামড়ের দাগ থাকলেও , ফনযুক্ত সাপের কামড়ের মতো সাথে সাথেই প্রচন্ড জ্বালা যন্ত্রনা না হওয়ায় , অনেক সময়ই প্রথমে এটাকে সাপের কামড় মনে হয় না। সাধারণ কাঁটা ফোঁটা বা পোকার কামড় বলে ভুল হয়। কিন্তু এক দেড় ঘন্টা থেকে চার ঘন্টা পরে শরীরের নানান জায়গা থেকে অস্বাভাবিক রক্তপাত শুরু হয়। কামড়ের জায়গা ক্রমশ ফুলতে থাকে। সাপ দেখতে না পেলেও, ঐ অস্বাভাবিক রক্তপাত দেখেই ডাক্তারবাবুরা রক্ত তঞ্চনের গণ্ডগোল অনুমান করেন।

নির্দিষ্ট করে সাপের কামড় জানা না থাকলে একটি খুব সাধারণ রক্ত পরীক্ষা করেই , মাত্র কুড়ি মিনিটেই রক্ততঞ্চনের পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায়। 20WBCT বা কুড়ি মিনিটের রক্ত পরীক্ষা (চিত্র নং.....০৮.....।) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই , রুগীর বিছানার পাশেই পরীক্ষাটি করা হয়, কোন ল্যাবরেটিরী দরকার হয় না। এই পরীক্ষা চার- পাঁচ বারও করার দরকার হতে পারে।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের চিকিৎসায় দেরী হলে রুগীর কিডনী নষ্ট হয়। মুত্রে রক্ত দেখা গেলেই বোঝা যায় , কিডনী আক্রান্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বড় হাসপাতালে গিয়ে ডায়ালিসিস করাতে হয়।

গোখরো সাপ : - (চিত্র নং.....০৯.....।) ফণাযুক্ত এই সাপটির অঞ্চলভেদে আরও কয়েকটি নাম আছে। মেদিনীপুর জেলায় বলে খরিশ সাপ। মালদায় বলে গোমা সাপ। এই সাপের ফণার পিছনে গোরুর খুরের মত বা খড়ম চিহ্ন থাকে।

কেউটে সাপ : - (চিত্র নং.....১০.....) এদের ফণার পিছনে একটি পদ্ম ফুলের মত চিহ্ন থাকে। ফণাযুক্ত এই সাপটিরও অঞ্চলভেদে আরও কয়েকটি নাম আছে। কালো সাপ , টক সাপ , কাল কেউটে , শামুকভাঙ্গা সাপ , ঝাংলাই প্রভৃতি। ফণাযুক্ত এই দু রকমের সাপই আমাদের রাজ্যে প্রায় সমান সমান সংখ্যায় দেখা যায়। এদের বিষ তীব্র নার্ভ বিষ। দু রকমের সাপেরই থাকার জায়গা , স্বভাব চরিত্র , কামড়ের রোগ লক্ষণ , চিকিৎসা একই। এজন্যই প্রাণীবিদ্যার শ্রেণীবিভাগে আলাদা হলেও , চিকিৎসার ক্ষেত্রে এদের একই সাপ বলে ধরা হয়। কোন সাপে কামড়েছে দেখতে না পেলেও , কামড়ের প্রায় সাথে সাথেই প্রচন্ড জ্বালা , পোড়ানোর মত যন্ত্রনা , আর কামড়ের জায়গা দ্রুত ও ক্রমবর্ধনাম ফোলা দেখেই বোঝা যায় , ফণাযুক্ত সাপে কামড়েছে।

কালাচ সাপ :- (চিত্র নং.....১১.....) ফণাহীন এই সাপটিও আমাদের রাজ্যে প্রচুর সংখ্যায় আছে। এটি মারাত্মক বিষধর একটি সাপ। এই সাপটিরও অঞ্চলভেদে আরও কয়েকটি নাম আছে। কালচিতি, ডোমনা চিতি, শিয়রচাঁদা , ঘামচাটা এসব নামেও এদের পরিচয় আছে। কালো রঙের সাপটির গায়ে সরু সরু সাদা চুড়ির মত দাগ বা ব্যান্ড থাকে , লেজের শেষ পর্যন্ত। এরা সাধারণত রাতের বেলায় বেরয়। এদের এক বিচিত্র স্বভাব হল , এরা খোলা বিছানায় উঠে আসে। এজন্য একটি কথা চালু আছে যে, এরা বোধহয় ঘামের গন্ধে মানুষের কাছে চলে আসে (এই জন্য ঘামচাটা নাম)। কালাচের কামড়ের রুগীদের প্রায় আটানব্বই শতাংশই রাত্রে ঘুমের মধ্যে ঘটে। এদের কামড় বেশ রহস্যজনক। মারাত্মক নার্ভ বিষ হলেও , এদের কামড়ে একটুও ব্যথা যন্ত্রনা হয়না। কামড়ের জায়গা ফুলে ওঠে না। এমন কি কামড়ের কয়েক ঘন্টা পর থেকে কামড়ের দাগও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কালাচ সাপের কামড়ের রোগ লক্ষণও রহস্যময়। সাধারণত রুগী সকালে পেটে ব্যথা নিয়ে আসে। তাছাড়াও গলা ব্যথা, গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা, গলা বসে যাওয়া , সারা শরীর দুর্বল লাগা , মাঠে কাজ করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়া , বাচ্চাদের শ্বাস কষ্ট , এরকম বিচিত্র সব রোগ লক্ষণ নিয়ে বিপদটা শুরু হয়। ডাক্তারবাবুরা নার্ভবিষের প্রধান লক্ষণ , শিবনেত্র বা টোশিশ (চিত্র নং.....০৩.....) দেখেই বুঝতে পারেন যে , এটি কালাচের কামড়। যেহেতু ঘুমের মধ্যে কামড়ায় , রুগী জানতেই পারে না যে তাকে সাপে কামড়েছে। ডাক্তারবাবুরা , সাপে কামড়েছে , বলার পরও অনেক সময়ই রুগী বা তার বাড়ীর লোক মানতে চাননা। কামড়ের দাগ খুঁজতে গিয়ে চিকিৎসায় মারাত্মক দেরী হয়ে যায়। এরকম একটি ঘটনার বিবরন পরে দেওয়া হল।

নির্বিষ সাপের সাথে অনেক সময় বিষধর সাপের নামের বা চেহারার কিছু মিলের জন্য বিভ্রান্তি দেখা যায়। সব থেকে বেশী বিভ্রান্তি দেখা যায় কালাচ আর ঘরচিতি সাপের মধ্যে। দুটি সাপের নামের মধ্যে চিতি কথাটি আছে। এছাড়া দুটির গায়েই চুড়ির মত ব্যান্ড আছে। ছবিতে দেখলেই পরিস্কার বোঝা যায় , চুড়িগুলির পার্থক্য আছে। কালাচের চুড়ি লেজের শেষ পর্যন্ত থাকে , আর ঘরচিতির লেজের কাছে কোন ব্যান্ড নেই। (চিত্র নং.১২.....)

বিষধর সাপে কামড়েছে কিনা কি করে অনুমান করবেন ?

কামড়ের দাগ :- যুগ যুগ ধরে চলে আসা কিছু ভ্রান্ত ধারণা আমাদের ভুলতে হবে। দুটি কামড়ের দাগ মানেই বিষধর সাপের কামড় , এই ধারনা ঠিক নয়। কালাচের কামড়ে দাগ নাও পেতে পারেন। আবার গোখরো কেউটে বা চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে একটি বা দুইয়ের বেশী দাগও পেতে পারেন। ছবিতে দেখুন , কেউটে সাপের কামড়ে একটি চেরা দাগ দেখা যাচ্ছে। (চিত্র নং.১৩.....)। আরেকটি ছবিতে দেখুন , (চিত্র নং.০৫.....) , পরিস্কার দুটি কামড়ের দাগ ; অথচ এই রুগির শরীরে কোন বিষের লক্ষণই আমরা পাইনি। অর্থাৎ , কামড়ের দাগ দেখে আমরা নির্দিষ্ট করে কিছুই বুঝব না।

বিষ ঢোকার লক্ষণগুলি কি কি : - সাপ দেখতে পাওয়া যাক বা না যাক, কামড়ের জায়গায় জ্বালা যন্ত্রনা আর ক্রমবর্ধমান ফোলাই বিষ ঢোকার প্রথম লক্ষণ। ফণাযুক্ত সাপে কামড়ালে খুব তাড়াতাড়ি রুগীর শরীরে নার্ভ বিষের লক্ষণ দেখা যাবে। হঠাৎ দুই চোখের পাতা পড়ে আসা , অর্থাৎ শিবনেত্রই নার্ভ বিষের নিশ্চিত লক্ষণ। (চিত্র নং.০৩.....)। ফণাযুক্ত সাপে কামড়ালে খুব তাড়াতাড়ি রুগী ঝিমিয়ে পড়বে, কথা জড়িয়ে যাবে। কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা একেবারে নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে প্রথম দিকে এতোটা জ্বালা যন্ত্রনা বা ফোলা নাও থাকতে পারে। কামড়ের জায়গা বা শরীরের অন্য যে কোন স্থান থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ দেখেই সন্দেহ করা হয় , শরীরে চন্দ্রবোড়া সাপের বিষ ঢুকেছে। হয়তো একটি টিটেনাসের ইঞ্জেকসন দেওয়ার পর জায়গাটি ফুলে যাচ্ছে। দাঁতের গোড়া, নাক , পুরনো কোন ঘা থেকে রক্ত বেরতে পারে। থুতুর সাথে, বমির সাথে বা প্রস্রাবে রক্ত আসতে পারে।

প্রথম দিকে একটু সন্দেহ থাকলে ডাক্তারবাবু 20WBCT (চিত্র নং.০৮.....) পরীক্ষাটি করে দেখে নিতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাক্তারবাবু , কোন পরীক্ষা ছাড়াই চন্দ্রবোড়া সাপের কামড় বুঝতে পারেন। পরীক্ষা করার জন্য কুড়ি মিনিট সময় নষ্ট করাটাও রুগীর কিডনীর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। দরকার হলে , পরীক্ষার জন্য রক্ত টানা হলেই , স্যালাইনে এ ভি এস চালিয়ে দেওয়াটা বাঞ্ছনীয়।

কি কামড়েছে দেখতে না পেলেও , কিছু একটা কামড়ের পর , বমি করা , শরীরে বিষ ঢোকার একটি লক্ষণ।

কালাচের কামড়ের সব কিছুই বিচিত্র। সাধারণ পেটে ব্যথার চিকিৎসায় সাড়া না দিয়ে , শিবনেত্র হলেই নিশ্চিত ভাবে ধরে নিতে হবে , কালাচ সাপে কামড়েছে। আগের রাত্রে মেঝেতে ঘুমানো , পরে পেট ব্যথা গলা ব্যথার মত সাধারণ রোগ লক্ষণ ,প্রচলিত চিকিৎসায় সাড়া না দেওয়া ; অবশেষে , শিবনেত্র হলেই নিশ্চিত ভাবে ধরে নিতে হবে , কালাচ সাপে কামড়েছে। এক্ষেত্রে কোন পরীক্ষা নিরিক্ষার সুযোগ নেই।

প্রাথমিক হাসপাতালের চিকিৎসা

রুগী প্রথমে যে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসবে , সেখানেই অবশ্যই ভর্তি করতে হবে। প্রথমেই নিশ্চিত বিষ ঢোকার লক্ষণ নাও থাকতে পারে। তখন শুধু অবজারভেশন বা নিরিক্ষার জন্যই ভর্তি রাখা হয়। আমাদের রাজ্যের সরকারী চিকিৎসা বিধির ফ্লো চার্ট বা চিকিৎসা সারনী মেনে সাপের কামড় -এর চিকিৎসা বেশ সহজ। যে কোন সাপের কামড়ের সন্দেহ হলেই , রুগীকে ভর্তি করা হয়। যতক্ষন না নিশ্চিত ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে শরীরে বিষ ঢুকেছে, একটি সাধারণ স্যালাইন আস্তে চালানো থাকবে।

উপসংহার – সাপের কামড়ের চিকিৎসায় সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এজন্যই সবথেকে কাছের যে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তারবাবু থাকেন , সেখানেই দ্রুত , রুগীকে নিয়ে চলুন। পশ্চিমবাংলার সকল সরকারী হাস্পাতালে , সাপের কামড়ের সব রকম চিকিৎসা বিনামূল্যেই হয়। এছাড়াও সরকারী হাস্পাতালে , সাপের কামড়ের রুগী মারা গেলে , বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তর (Disaster Management) থেকে , এক বা দু লাখ টাকা অনুদান পাওয়া যায়। এই অনুদানের জন্য , বি ডি ও আপিসে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করতে হয়।

সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য কোন বিশেষজ্ঞ হয়না। যে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের যে কোন ডাক্তারবাবুই সাপের কামড়ের চিকিৎসা করেন। হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডা সিকদার বা উত্তর চব্বিশ পরগনার ধান্যকুড়িয়া গ্রামীন হাসপাতালের ডা বিশ্বাস নিশ্চিতভাবে কালাচ সাপ কামড়ের রুগীকে বাঁচাতে পারতেন; শুধুই বাড়ীর লোকের অজ্ঞতার জন্য দুটি প্রাণ অকালে চলে গেল। আমরা নিজেরা জানলেই হবে না; জনগন সকলকে জানাতে হবে, সাপের কামড়ের রোগ লক্ষণ, আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে সময়ের মূল্য।

আমাদের এই আলোচনায় যে যে সাপ বা অন্যান্য জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলেছি তাদের ছবিগুলি এখানে।

চিত্র নং-১ আন্টিভেনম সিরাম

চিত্র নং-২

PTOSIS বা শিবনেত্র

চিত্র নং-৩

কষে বাঁধার ফল

চিত্র নং-৪

- চন্দ্রবোড়া কামড়ে বাঁধন নয়
- রোগী বাঁচলেও , পচন হতে পারে
- অপারেসন লাগতে পারে

Two bite marks with bleeding , 12.5 yrs girl, Dry bite
চিত্র নং-৫
দুটি কামড়ের ক্ষত, কিন্তু বিষ ঢোকেনি

MOTOR BIKE AMBULANCE
চিত্র নং-৬
Modeling and Picture by Diptimoy Majumdar
গ্রামাঞ্চলের আদর্শ পরিবহন

চিত্র নং-৭
dayalbm@gmail.com
চন্দ্রবোড়া সাপ

20 WBCT

PLASTIC Syringe & Tube Must be avoided.

eep for 20 minutes

চিত্র নং-৮

Gently Tilt Test Tube / Vial
After 20 minutes;

If Blood is not clotted
Coagulopathy is there.

More AVS is to be infused
to neutralize free viper venom

- Draw 2-3 ml of venous blood , put in Test tube
- Keep undisturbed for 20 minutes.
- Glass Test Tube or Vial may be used.

www.50000snake.webs.com

গোখরো

চিত্র নং-৯

ফণাযুক্ত বিষধর সাপ , ফণার পিছনে খড়ম চিহ্ন .

অন্য নাম খরিশ,দুধখরিশ বা তেতুলে খরিশ .

উগ্র মেজাজ,তেড়ে এসে কামড়ায় . তীব্র নার্ভ বিষ।

চিত্র নং-১০

কেউটে

কালাচ ও ঘর চিতি

- কালচিতি বা কালাচ ভয়ংকর বিষধর।
- চুড়ি বা ব্যান্ড সরু।
- রং খুব কালো।

- ✓ চিতি বা ঘর চিতি বিষহীণ।
- ✓ চওড়া ব্যান্ডই তফাৎ।
- ✓ বাচচার রং কালচে হয়।

কালাচ-এর ব্যান্ড লেজের শেষ পর্যন্ত

চিত্র নং-১২

চিত্র নং-১ ৩
Bite mark of Cobra
Bite mark of Cobra bite on the Rt foot of a 15 yrs old F patient.
This was 2nd bite on 3rd Sept after 1st bite on Lt foot of 11.8.2015. 1st one treated at
aypur BPHC of Howra. 2nd bite treated 1st at Jagatballavpur BPHC , then at SNP of
Kolkata. Ultibat
কেউটে সাপ কামড়ের চেরা দাগ

সাপে কামড়ালে-দ্রুত চলো হাসপাতালে
দ্রুত চলো হাসপাতালে
বাঁধনে বিপদ বাড়ে , বিষ নাহি আটকায়
সাপের একমাত্র ওষুধ অ্যান্টি ভেনম সিরাম
বাড়ীর কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগে চলো
রুগী নিজে দৌড়াবেন না, সাইকেল চালাবেন না
সাপ মেরে ধরে হাসপাতালে নিতে হবে না

পঃ বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর প্রকাশিত (২০১৬ সালে) পুস্তিকার একটি পৃষ্ঠা

একটি ঘটনা

চিত্র নং-১৪

গত ২৪ জুন ২০১৪ সকালবেলায় জাঙ্গীপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন ১৬ বছর বয়সের ছেলেকে পেটে ব্যাথার জন্য আনা হয়েছিল। বাড়ির লোকের ধারণা হয়েছিল আগের রাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে বদহজম হয়েছে। কিন্তু ডাঃ শিকদার নিশ্চিত বুঝেছিলেন রোগীটি সাপের কামড়ে আক্রান্ত। আগের রাতে মেঝেতে ঘুমানো, ভোরবেলা পেটব্যাথায় ঘুমভাঙ্গা তারপর দুই চোখের পাতা পড়ে আসা এই হল রহস্যময় কালাচ সাপের কামড়ের নিশ্চিত রোগ নির্ণয়ের শিক্ষা। যেহেতু ঘুমের মধ্যে, কোন রকম যন্ত্রনাভূতি ছাড়াই কালাচ কামড়ায়, আরও বড় কথা; কামড়ের দাগ বা কোন রকম চিহ্নই থাকে না, রোগী বা তার বাড়ির লোককে বোঝানো খুব মুশকিল যে এটা সাপের কামড়। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। বাড়ীর লোক, প্রথম দু ঘন্টা এ ভি এস দিতে রাজী হয়নি।

ডাঃ শিকদার নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন বলেই রোগীকে সাপের বিষের ওষুধ এ ভি এস (অ্যান্টি স্নেক ভেনাম সিরাম) দিয়ে চিকিৎসা করেছিলেন। আনুষঙ্গিক অন্যান্য ওষুধ, ইনজেকশন দিয়েও ডাঃ শিকদারের মনে হয়েছিল রোগীর শ্বাসকার্য ঠিক মত চলছে না, তাই ভেন্টিলেশনের দরকার হতে পারে। এসব চিন্তা করেই রোগীকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। মেডিকেল কলেজে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর রোগীটি মারা যায়।

২৭.১০.২০২১ তাং ধান্যকুড়িয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আবার ঘটল একই মারাত্মক ভুল

কামড়ের দাগ খুঁজে বিপদ

সংবাদ প্রতিদিন, পৃ-৩ বাড়ির লোকের বাধা! ২৮.১০.২০২১.

এভিএস না পেয়ে মৃত্যু কালাচদষ্ট কিশোরীর

কামড়ের দাগ না পাওয়ায় সাপের কামড় না মানা, ডাক্তারবাবুর কথা না শোনা ও তর্ক বিতর্ক, আন্টিভেনম না দিতে লিখিত নির্দেশ রোগীনীর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু।

সাপের বিষের লক্ষণ

কালাচ কামড়ের সুক্ষ্ম দাগ খুঁজেই পাওয়া যায় না

চন্দ্রবোড়ার কামড়ে রক্তপাত হয়

কালাচের কামড়ে ব্যথা-ফোলা হয় না

শিবনেত্র কালাচ কামড়ের প্রধান লক্ষণ